ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৮
অক্টোবর - ডিসেম্বর : ২০১৬

# আল-কুরআনে নৃবিজ্ঞান

ড. রহমান হাবিব*

## Anthropology in the holy Quran

## Abstract

*The Quran is a fountain source of knowledge. It offers all the key concepts for any disciplines ever known and beyond. Therefore, a modern discipline of knowledge though anthropology is, its basic idea can be found in the holy Quran. This article has aimed to define anthropology as understood in the modern epistemology, physical anthropology , the characteristics of social and cultural anthropology, to explain the relationship of anthropology with sociology, biology and psychology, to discuss the reciprocity among anthropology, philology, ethnology, folklore and prehistoric archaeology, to dissect colonialism and internationalism, anthropology and religion and so forth, and assess the same in the Quranic perspective. By employing descriptive and explanatory methods, the article has showed that the idea of anthropology which is alluded in the holy Quran is perfect and encompasses all aspects of human life. As the writing with regard to the relationship of anthropology with the holy Quran hardly appears, it would attract the attention of the readers to the innovation discussed in this article and lead them forward to do more and thereby the ethical value of knowledge would be established.*

**Keywords**: The holy Quran, Anthropology, Physical Anthropology; Ethnology, Folklore.

## সারসংক্ষেপ

*মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এমন এক বিস্ময়কর গ্রন্থ, যাতে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব নিহিত আছে। নৃবিজ্ঞান একটি আধুনিক বিদ্যা হওয়া সত্ত্বেও কুরআনে এ বিদ্যার মৌলিক ধারণা বর্ণিত হয়েছে। প্রচলিত অর্থে নৃবিজ্ঞানের পরিচয়, দৈহিক নৃবিজ্ঞান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য, নৃবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক, নৃবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান, জাতিতত্ত্ব, ফোকলোর এবং প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বের পারস্পরিকতা, উপনিবেশবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ, নৃবিজ্ঞান ও ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা ও এ সম্পর্কে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনার উদ্দেশ্যে আলোচ্য প্রবন্ধটি প্রণীত হয়েছে। বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে রচিত এ প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, আল-কুরআন নৃবিজ্ঞানের যে ধারণা দিয়েছে তা পরিপূর্ণ ও মানব জীবনের সকল দিককে আন্তর্ভুক্তকারী। কুরআনের সঙ্গে নৃবিজ্ঞানের সম্পর্ক বিষয়ক লেখা যেহেতু বিরলদৃষ্ট, সেহেতু প্রবন্ধে বর্ণিত জ্ঞানের নতুনত্বের দিকে পাঠককে অগ্রসর করবে এবং জ্ঞানের নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা দেবে বলে আমি মনে করি।*

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।



**মূলশব্দ:** আল-কুরআন; নৃবিজ্ঞান; দৈহিক নৃবিজ্ঞান; জাতিতত্ত্ব; ফোকলোর।

## উপক্রমণিকা

নৃবিজ্ঞান মানবজ্ঞান শাখার একটি বিস্তৃত-গভীর পরিসরকে ধারণ করে আছে। মানুষ এবং মনুষ্যকর্মের বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনা নৃবিজ্ঞানে করা হয়। সে জন্য জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান, জাতিতত্ত্ব, ফোকলোর, প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব, ধর্ম, সংস্কৃতি, উপনিবেশবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের সঙ্গেও নৃবিজ্ঞানের সংশ্লিষ্টতা অবশ্য-বিবেচনাযোগ্য। মানুষের দৈহিক গঠন, মানুষের উৎপত্তি, বিকাশ-বিবর্তন নিয়ে নৃবিজ্ঞান যেমন কাজ করে; তেমনি মানুষের সংস্কৃতিবিকাশের মননধর্মিতার পঠন-পাঠনও নৃবিজ্ঞানের জ্ঞানপরিধিকে সমাচ্ছন্ন করে আছে। মানবজ্ঞানের প্রকৃত লক্ষ্য তো আসলে একটি সত্য গন্তব্যে উপনীত হওয়া। প্রকৃত প্রজ্ঞার মাধ্যমে মানুষ তার সৃষ্টিকর্তাকে জানতে পারে; মহাবিশ্ব এবং বিশ্বের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও মানুষ জ্ঞাত হতে পারে। মানুষের জ্ঞান-সন্ধিৎসা সেই সত্য-উদঘাটনের দিকে ক্রমধাবমান হলে জ্ঞানেরও প্রকৃত চরিতার্থতা মানুষ লাভ করে। মানুষের দৈহিক গঠন থেকে শুরম্ন করে মানবপ্রজাতির উৎস-বিকাশ ও সম্প্রসারণসহ মানুষের জাতিবিদ্যা ও মানব-সংস্কৃতির বিস্তৃতির ব্যাপক-গভীর সুন্দরতার কথা কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য ভাষ্য থেকে আমরা জানতে পারি। নৃবিজ্ঞানের সঙ্গে ইসলামী জ্ঞানতাত্ত্বিকতার সম্পর্কও ঘনিষ্ঠতা এভাবেই প্রতিভাত হয়।

## নৃবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

নৃবিজ্ঞান হলো মানব-সম্পর্কিত বিজ্ঞান। নৃবিজ্ঞান মানুষের দৈহিক ও সংস্কৃতির বিবর্তন প্রক্রিয়ার উদ্ভব, বিকাশ ও উৎকর্ষ বিষয়ে আলোকপাত করে থাকে। Anthropology শব্দের বাংলানুবাদ আমরা নৃবিজ্ঞান করেছি। গ্রিক Anthropos অর্থ মানুষ; Logia অর্থ পঠন; সেজন্য, Anthropology অর্থ দাঁড়ায় 'মানুষ সম্পর্কিত পাঠ'। দৈহিক নৃবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হলো, মানুষের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশসহ তার দেহ ও মস্তিষ্কের গঠন পর্যালোচনা সমেত সৃষ্টিজগতে মানুষের অবস্থান চিহ্নিত করা।

Etymologically, anthropology is the science of man. The concept of race, on the one hand, and that of culture, on the other, have received special attention.

শাব্দিকভাবে বললে বলতে হয়, নৃবিজ্ঞান হল মানবসম্পর্কিত বিজ্ঞান। জাতি ও সংস্কৃতির ধারণা দ্বিবিধ অর্থের ব্যাপারেই নৃবিজ্ঞান মনোযোগী।[১]

মানুষের জাতিগত বংশধারা, উৎস, বিকাশসহ সংস্কৃতি নিয়ে নৃবিজ্ঞান আলোকপাত করে। নৃবিজ্ঞানের প্রধান দুটো বিভাজন হলো, দৈহিক নৃবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান। দৈহিক নৃবিজ্ঞানের মধ্যে মানুষের অঙ্গসংস্থান বিদ্যা, মনুষ্য জীববিজ্ঞান, মানুষের জীবাশ্ম বিজ্ঞান এবং মানবদেহের পরিমাপ বিদ্যার বিষয় পর্যালোচিত হয়। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে মানব জাতিতত্ত্ব, তুলনামূলক মানবজাতিতত্ত্ব, সামাজিক নৃবিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য, ভাষাবিজ্ঞান ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে মূল্যায়ন গবেষণা হয়ে থাকে।

মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে সূরা আন্‌নিসায় বলা হয়েছে :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء﴾

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।[২]

পৃথিবীর আদিমানব ও প্রথম নবী আদম আ. থেকে তার সঙ্গিনী হাওয়া এবং আদম আ. ও হাওয়া আ. থেকে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। যে মানুষ হলো নৃবিজ্ঞানের মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

## দৈহিক নৃবিজ্ঞান (Physical Anthropology)

দৈহিক নৃবিজ্ঞান যেহেতু মানুষের উৎপত্তি, বিকাশ ও তার দৈহিক গঠন-পদ্ধতি নিয়ে আলোকপাত করে, সেজন্য নৃবিজ্ঞানের সঙ্গে শরীরবিদ্যা (Physiology) শবব্যবচ্ছেদ বিদ্যা (Anatomy) ও প্রাণিবিদ্যার (Zoology) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। মানব জীবাশ্ম-বিজ্ঞানে (Human palcontology) মানুষের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল, জৈব শিলা এবং উদ্ধারকৃত ফসিলের যুগ-নির্ণয়সহ মানুষের ব্যবহৃত বিভিন্ন অস্ত্র, হাতিয়ার

---

১. *The new Encyclopaedia of Britannica*, (Chicago: The University of Chicago, 15th Edition, 1981), Vol-1, P. 968

২. আল-কুরআন, ৪ : ১



ও কলাকৌশলের অনুসন্ধান করা হয়। নরদেহের পরিমাপ বিদ্যাকে ইংরেজিতে Anthropometry বলা হয়। এটি মানবদেহে ও তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আনুপাতিক পার্থক্যই শুধু নির্ধারণ করে না; বরং বিশ্লেষণও করে।

আল-কুরআন মানবদেহের গঠন সম্পর্কিত আলোচনার পাশাপাশি অন্যান্য প্রাণীর আলোচনাও বিধৃত করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

আল্লাহ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে, যাদের কিছু পেটে ভর দিয়ে চলে, কিছু দুই পায়ে চলে এবং কিছু চলে চার পায়ে, আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।[৩]

বিশেষ ধরনের স্তন্যপায়ী প্রাণীকে প্রাইমেট বলা হয়। যাদের হাত-পায়ের আঙ্গুলে নখ আছে এবং তা দিয়ে কোন কিছু আঁকড়ে ধরতে পারে। তবে প্রাইমেটদের সংজ্ঞা দেয়া ও সুচিহ্নিত করা যে কষ্টসাধ্য, তা গ্রস ক্লার্ক তার History of the primates' গ্রন্থে লিখেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য:

It is peculiarly difficult to give satisfying definition of the primates since there is on single distinguishing feature which distinguishes all the members of the group.[4]

প্রাইমেটের খুব ভালো সংজ্ঞা প্রদান কঠিন; কারণ, মানবদলের সদস্যকে সুনির্দিষ্ট করা সহজ নয়।

মৃত্তিকার গভীরস্তর অনুসন্ধান করে গাছপালা ও প্রাণীদেহের নিদর্শনের যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়, তাকেই বলে জীবাশ্ম (Fossil)।

পবিত্র কুরআন এ জীবাশ্ম সম্পর্কে অনুসন্ধান করার নির্দেশ দিয়েছে এবং একে আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শন গণ্য করেছে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

﴿ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ﴾

তোমার (মৃত গাধার বিচ্ছিন্ন) অস্তিগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর, কীভাবে সেগুলোকে সংযোজিত করি এবং গোশত দ্বারা ঢেকে দেই।[৫]

---

৩. আল-কুরআন, ২৪ : ৪৫

৪. Wilfrid LeGros Clark, *History of the Primates: An introduction to the study of fossil man* (London: British Museum (Natural History), ed. 8, 1962), pp. vi + 119

৫. আল-কুরআন, ২ : ২৫৯

পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকায় এ ধরনের ফসিল পাওয়া যায়। যে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা আর-রুম এ বলা হয়েছে :

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴾

বলুন, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং দেখ তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক।[৬]

আয়াতটির প্রথম অংশে মানবধ্বংসাবশেষ ও ইতিহাসের প্রত্নতাত্ত্বিকতার কথা এবং দ্বিতীয় অংশে আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্তকারীদের সাংস্কৃতিক অবস্থানের কথা বলা হয়েছে।

কয়েকটি ফসিল মানবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : পিকিং মানব (বৈজ্ঞানিক নাম : সিনানথ্রোপাস পেকিনেনসিস : ১৯০৩), জাভা এপ মানব (পিথেক্যানথ্রোপাস ইরেকটাস : ১৮৯৪), হাইডেলবার্গ মানব (হোমো হাইডেলবার্গ জেনেসিস : ১৯০৭), পিল্ট ডাউন মানব (এয়োনথ্রোপাস ডাওসনি : ১৯১১)। নিয়ানডারথাল মানব (হোমো নিয়ানডরথালেনসিস) কে আবিষ্কার করে নৃবিজ্ঞানীরা জীবের ক্রমবিকাশের যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন বলে মনে করেন। এ ধরনের জীবাশ্ম প্যালেস্টাইন, অস্ট্রিয়া, স্পেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও জার্মানি ছাড়া বিশ্বের অনেক ভূখণ্ডে পাওয়া গিয়েছে।

নিয়ানডারথালেরা ১০০০০০ থেকে ৪০০০০০ বছর পূর্বে পৃথিবীতে বসবাস করতো বলে নৃবিজ্ঞানীরা মতান্তর সম্পৃক্ত বিভিন্ন মত প্রদান করেছেন। ক্রো-ম্যাগননমানব (হোমোসেপিয়েনস) প্রায় ২৫০০০ বছর পূর্বে পৃথিবীতে বসবাস করতো বলে নৃবিজ্ঞানী কোয়েনিগ মত দিয়েছেন। অনেক নৃবিজ্ঞানীর মতে, ক্রো-ম্যাগননেরা আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষ।

মাথার পরিমাপ অনুসারে মানুষকে ডলিকো সেলালিক (লম্বা মাথা), ব্রাকি সেফালিক (গোলমাথা) এবং মেজো সেফালিফ (মধ্যমাকৃতি মাথা) এই তিনভাবে ভাগ করা হয়। মানবদেহের পরিমাপবিদ্যার উপর নির্ভর করে রিজলে দক্ষিণ এশিয়ার জনসমষ্টিকে তুর্কি ইরানীয়, ভারতীয় আর্য, আর্য দ্রাবিড়, শক দ্রাবির, দ্রাবিড়, মঙ্গোল দ্রাবিড় বা বাঙালি, মঙ্গোলয়েড এই সাতটি দৈহিক বিভাজনে বিভক্ত করেছেন। তুর্কি ইরানীয়দের মাথা গোল, নাক সরু এবং গায়ের রং ফর্সা, ভারতীয় আর্যদের মাথা লম্বা, নাক সরু ও উন্নত, আর্য-দ্রাবিড়দের গায়ের রং বাদামি থেকে কালো, উচ্চতা

---

৬. আল-কুরআন, ৩০ : ৪২



মাঝারি থেকে কম, শক-দ্রাবিড়দের মাথা গোলাকৃতি, নাক চিকন, উচ্চতা মধ্যমাকৃতি। দ্রাবিড়দের মাথা লম্বা, নাক চওড়া এবং চুল কোকড়া হওয়ার প্রবণতা বেশি। মঙ্গোল দ্রাবিড়গণ হলেন বাঙালি জাতিসত্ত্বার লোক। এদের মাথা সাধারণত গোল, তবে মধ্যমাকৃতি হবার দিকে প্রবণতা আছে। নাক সরু থেকে চওড়া, গায়ের রং কালো থেকে হালকা বাদামী; উচ্চতায় মাঝারি। এদের বাস বাংলায় (বাংলাদেশ, পশ্চিম বাংলায়) এবং উড়িষ্যার কতকাংশে।[৭]

মঙ্গোলয়েডদের মাথা গোল, মুখ সমতল বা চেপ্টা, গায়ের রং হরিদ্রাভ বাদামি। এদের দেহের উচ্চতা খর্বাকৃতি এবং মুখে দাড়ি গোফ থাকে না বললেই হয়। মানুষের শারীরিক ও চেহারার গঠন পৃথিবীর বিভিন্ন সৃষ্ট-প্রাণী ও উদ্ভিদ থেকে শ্রেষ্ঠতম। এজন্য কুরআনের সূরা ত্বীন এ বলা হয়েছে :

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ – ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴾

আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে। অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে সর্বনীচ স্তরে।[৮]

আল্লাহ তাআলা মানুষকে যে সুন্দরতম দৈহিক আকৃতিতে সৃষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন তা দৈহিক নৃবিজ্ঞানের কথা। উপর্যুক্ত আয়াতে যে বলা হয়েছে, মানুষের খারাপ কর্মের কারণে তাকে মর্যাদার নিম্নস্তরে নামিয়ে দেয়া হয়েছে, এটি হলো মানুষের সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের মানবকর্ম ও চিন্তা-বিকাশের অংশভুক্ত।

তাছাড়া মানুষের দৈহিক আকৃতির পরিবর্তন-পরিবর্তনের সম্ভাব্যতাও কুরআন সমর্থন করে। আল্লাহ বলেন:

﴿ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ –عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لا تَعْلَمُونَ – وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الأُولَى فَلَوْلا تَذَكَّرُونَ ﴾

আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই তোমাদের স্থানে তোমাদের সদৃশ আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমন এক আকৃতিতে সৃষ্টি করতে, যা তোমরা জান না। তোমরা তো অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে, তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন?[৯]

---

৭. এবনে গোলাম সামাদ, *নৃতত্ত্ব* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৭) পৃ. ৯৩

৮. আল-কুরআন, ৯৫ : ৪-৫

৯. আল-কুরআন, ৫৬ : ৬০-৬১

**সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য (Social & Cultural Anthropology)**

নৃবিজ্ঞানের সাথে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্কের পারস্পরিকতা গভীরভাবে সম্পৃক্ত। নৃবিজ্ঞানও সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্গত একটি বিষয়। সমাজবিজ্ঞানের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হলো, এটি সামাজিক বিশ্বকে পর্যবেক্ষণ, অনুধাবন ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ও সুদূর দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী এন্থনি গিডেন্স সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> Sociology is the systematic or planned and organised, study of human groups & social life in modern societies. It is concerned with the study of social institution.
>
> সমাজবিজ্ঞান হলো পদ্ধতিগত পরিকল্পিত ও সাংগঠনিকভাবে মানবদল ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে গঠন। সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পঠনের সঙ্গে তা জড়িত।[১০]

সামাজিক যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞান সম্পৃক্ত সেগুলো হলো : পরিবার, শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থনীতিক ব্যবস্থা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। কার্যকর হবার ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলোর পারস্পরিক সংশ্লিষ্টতার নির্ভরযোগ্যতা বিচার করতে হয়। সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে অর্থনীতিক, সমাজবিজ্ঞান, রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান, গণমাধ্যমের সমাজবিজ্ঞান এবং স্বাস্থ্য ও রোগগত সমাজবিজ্ঞানও রয়েছে।

অর্থনীতিক সমাজবিজ্ঞান (Economic Sociology) সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে অধ্যয়ন করতে গিয়ে এখানে কর্ম, বেকারত্ব ও অবসর-প্রভৃতি প্রপঞ্চ নিয়ে আলোকপাত করে। রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান (Political Sociology) মূলত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক, রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিয়েই আলোচনা করে না বরং রাজনৈতিক আন্দোলনের কারণ ও ফলাফলসহ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত নিয়েও এটি বিশ্লেষণ করে থাকে।

মানুষের গণমাধ্যম ব্যবহারের স্বরূপ নিয়ে গণমাধ্যমের সমাজবিজ্ঞান (Media Sociology) আলোচনা করে থাকে। সমাজবিজ্ঞান আরো বিচিত্র যে শাখা-প্রশাখা নিয়ে আলোচনা করে থাকে, সেগুলো হলো : ক. সাহিত্যের সমাজবিজ্ঞান, খ. ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞান, গ. গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান (Rural Sociology), ঘ. আইনের সমাজবিজ্ঞান, ঙ. শিক্ষার সমাজবিজ্ঞান, চ. বিপর্যয়ের সমাজবিজ্ঞান

[১০]. Anthony Giddens, *Sociology* (Cambridge & Maiden: Polity Press, 6th ed., 2009), p. 6.



(Sociology of disaster) এবং ছ. সংগঠনের সমাজবিজ্ঞান (Sociology of Organisation)। এতে স্পষ্ট হয় যে, সমাজবিজ্ঞান শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয় নিয়েই আলোকপাত করে না; বরং তা নগর, স্বাস্থ্য, সাহিত্য, ইতিহাস, গ্রাম, আইন, শিক্ষা, বিপর্যয় ও সংগঠন নিয়েও আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে থাকে। সমাজবিজ্ঞানের পরিধির ব্যাপকতর রূপই এখানে স্পষ্টায়িত হয়।

নৃবিজ্ঞান আসলে নর ও নারীর অধ্যয়নের কেন্দ্রিকতায় স্থাপিত। কারণ, এ বিদ্যাটি মূলত মানুষের উদ্ভব, আচরণ, সামাজিক কাঠামো এবং সামগ্রিক সংস্কৃতির অনুসন্ধানে মনোযোগী হয়। দুই শতকের অধিক সময় ধরে নৃবিজ্ঞানীরা শুধু মানুষের প্রকৃতি নিয়েই গবেষণায় নিরত থেকেছে। সাম্প্রতিক নৃবিজ্ঞানে মানুষের অবস্থান সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত কৌশলে অধ্যয়ন চলছে সমগ্র বিশ্বমানবপরিবার থেকে তথ্য নিয়ে এ গবেষণা পরিচালিত হয়ে থাকে। মানবের স্বরূপ সন্ধানে নৃবিজ্ঞানীরা ভূগর্ভস্থ জীবাশ্ম (Fossil) অনুন্ধান করে পৃথিবীর আদিম মানুষ ও তাদের সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে উদঘাটন করতে প্রয়াসী হয়েছেন। আধুনিক নৃবিজ্ঞানীরা আধুনিক মানুষ, সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা পরিচালনা করেন বলে বর্তমান বিশ্বের সমাজ ও রাজনীতির আন্তসম্পর্কের আন্তর্জাতিকতা ও উপনিবেশবাদের স্বরূপও এখানে বিশ্লেষণযোগ্য হয়ে পড়ে।

দৈহিক নৃবিজ্ঞানে মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্য, তার উৎপত্তি ও বিবর্তন নিয়ে আলোকপাত করে। কিন্তু সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের মূল বিষয় যেহেতু মানুষের সংস্কৃতি, সেজন্য সমাজ ও সংস্কৃতির আলোচনায় সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের সাথে সমাজবিজ্ঞান ঘনিষ্ঠতমভাবে সম্পর্কিত। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান বিবাহ, পরিবার, ধর্ম, রাষ্ট্র, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান বিষয়ে আলোচনা করে থাকে বলে উপর্যুক্ত বিষয়াবলি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করার জন্যে জাতিতত্ত (Ethnography), ভাষাতত্ত্ব (Linguistics) ও প্রত্নতত্ত্বের (Archeology) পারস্পরিকতার গভীরতার পাঠ এখানে জরুরি হয়ে পড়ে। তবে এটি স্মর্তব্য যে, নৃবিজ্ঞান মানুষ ও সমাজকে ক্ষুদ্র পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করে; অন্য দিকে, সমাজবিজ্ঞান মানুষ ও সমাজকে অধ্যয়ন অনুশীলন করে বৃহত্তর ক্ষেত্রে। সমাজবিজ্ঞানের প্রধান গবেষণাপদ্ধতি হলো, জরিপ (Survey) পদ্ধতি; পক্ষান্তরে নৃবিজ্ঞানে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Anthropological Method) ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সমাজবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠান (Institution) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রিচার্ড জেলিস ও এ্যান লেভিনের মতে, সামাজিক প্রতিষ্ঠান হলো শ্রেয়োবোধ, মূল্যবোধ, অবস্থান,

ভূমিকা, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক স্থায়ীরূপ, যা সমাজজীবনের কোন বিষয়ে এলাকার আচরণের একটি কাঠামো নির্মাণ করে। রিচার্ড জেলিস ও এ্যান লেভিনকৃত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞাটি স্মর্তব্য :

> Social institutions are relatively stable sets of norms and values, statuses & organisations that provide a structure for behaviour in a particular area of social life.
>
> অর্থাৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমাজের পদ্ধতি, সংগঠন ও সামাজিক জীবনের ব্যবহার কাঠামো সম্পর্কে আলোকপাত করে।[১১]

সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে মানুষের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা অবশ্য কার্যকর থাকে। মানুষের এ ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার আদর্শিক নমুনাই হচ্ছে মূল্যবোধ (Value)। মূল্যবোধ থেকে শ্রেয়োবোধ শ্রেষ্ঠ এ অর্থে যে, শ্রেয়োবোধ (Norms) বিশেষ সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মানুষের আচরণগত নিয়ম ও পথ নির্দেশনার নৈতিক অবস্থানকে উপস্থাপিত করে। সভ্যতার আদি সময়পর্ব থেকেই ধর্ম মানুষের মূল্যবোধের ভিত্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করে আসছে। সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকা এজন্য অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিকীকরণে ধর্মের স্থান সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে আধুনিক যুগে। অথচ সামাজিকীকরণ সমাজের একটি অতীব তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। সামাজিকীকরণের সংজ্ঞাটি লক্ষ্যযোগ্য :

> Socilization is the process by which we learn to become members of society, both by internalizing the norms & values of society, and also by learing to perform our social roles.
>
> অর্থাৎ সামাজিকরণ এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে আমরা সমাজ্যের সদস্য হতে শিখি; সামাজিক ধরন ও মূল্যবোধের আন্তসম্পর্কের ভিত্তিতে।[১২]

সভ্যতার নৈতিক ভিত্তি ও জীবনাচরণের শৃঙ্খলা বিনির্মাণে ধর্ম গভীরতম দায়িত্ব পালন করে বলে সামাজিকীকরণ, মূল্যবোধ ও শ্রেয়োবোধের মধ্যে ধর্মের ভূমিকাকে অবশ্যই কার্যকরী রাখতে হবে বলে আমার মনে হয়। নৈতিকতা ও বিশ্বাস সংস্কৃতির উপাদান হলেও ধর্মের সৌগন্ধ্য (essence) এ দুটো বিষয়ের মাধ্যমেও স্পষ্টায়িত হয়। নৃবিজ্ঞানী ই.বি টাইলরের সংস্কৃতির সংজ্ঞাটি স্মরণযোগ্য :

---

১১. Michael S. Basis, Richard J. Gelles, Ann Levine, *Sociology : An introduction* (New York: Random House, 1984), p. 363

১২. Gordon Marshall, *Oxford Dictionary of Sociology* (Oxford: Oxford University Press, 2005), p. 1621



> Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom & other capabilities acquired by man as a member of society.
>
> অর্থাৎ সংস্কৃতি হলো সেই সামগ্রিকতা যা জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নৈতিকতা, আইন ও বিধি-রীতিকে সমাজের সদস্যের সামর্থ্য সম্ভব করে তুলে।[১৩]

কোনো সংস্কৃতির মধ্যে কোন নতুন চিন্তা, ঘটনা বা কাজ অন্তর্ভুক্ত হলে সেটিকে সংস্কৃতির নবীভবন (Innovation) বলে। পশ্চিমের সংস্কৃতিকে উন্নয়নশীল বিশ্বে সম্প্রসারিত হবার বিষয়টিকে সমাজবিজ্ঞানীরা ব্যাপ্তি (Diffusion) বলছেন। এক্ষেত্রে অবশ্যই একটি দৈশিক, ঐতিহাসিক নৈতিক মানদণ্ড থাকা উচিত বলে প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক প্রাজ্ঞজনরা স্বীকার করবেন।

সংস্কৃতির উত্থান-পতন ও সাংস্কৃতিক পালাবদল সম্পর্কে কুরআনেও ইঙ্গিত রয়েছে। আল্লাহ বলেন:

﴿ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴾

> তোমাদের পূর্বে অনেক বিধান ব্যবস্থা গত হয়েছে, সুতরাং তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যাশ্রয়ীদের কী পরিণাম![১৪]

একইভাবে নিম্নোক্ত আল্লাহর বাণী এ প্রমাণ পেশ করে যে, সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাস অবগত হওয়া ও উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করা আল্লাহর অনুগ্রহের একটি অংশ:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

> আল্লাহ ইচ্ছা করেন তোমাদের নিকট বিশদভাবে বিবৃত করতে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি তোমাদেরকে অবহিত করতে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[১৫]

বিশ্বায়নের নেতিবাচকতা তৃতীয় বিশ্বে সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিশেষভাবে কার্যকর হচ্ছে। এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ মনে করেন যে, পশ্চিমের জ্ঞানচর্চা, মহৎ সাহিত্য এবং শিল্পকলা পশ্চিমের সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে উন্নয়নশীল বিশ্বের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে।

---

১৩. Edward Burnett Tylor, *Primitive Culture: Researches Into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), Vol.1, p. 1

১৪. আল-কুরআন, ৩ : ১৩৭

১৫. আল-কুরআন, ৪ : ২৬

এই সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদকে দেশপ্রেম, দেশীয় ঐতিহ্য ও নৈতিক মূল্যবোধ ও ধর্মচেতনার ইতিবাচকতা দিয়ে নবতরভাবে বিন্যস্ত করতে হবে বলে আমি মনে করি। মানুষের বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও পারস্পরিক সম্পর্কের সৌহার্দ্য-সৃষ্টিতে ধর্ম ভূমিকা রাখে। সমাজের সংহতিতে ধর্মের গুরুত্বকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে; কারণ, ধর্ম শঙ্কা ও দুশ্চিন্তা থেকেই শুধু মানুষকে মুক্তি দেয় না; বরং ধর্ম জীবন ও জগৎকে আনন্দময় ও সুন্দর করতে সাহায্য করে বলে সমাজবিজ্ঞানীরা মত প্রদান করেছেন।

'সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ' গ্রন্থে প্রফেসর নাজমুল করিম বলেছেন : "মানুষের সৃষ্টি সব কিছুকেই তারা (নৃবিজ্ঞানীরা) একযোগে সংস্কৃতি বলেছেন এবং এ ধারণাকে তারা মূল্যবোধ বিযুক্ত করেছেন। নৃবিজ্ঞানীদের মতে, সভ্যতা অর্থ একটি জটিল অগ্রসর সংস্কৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়।[১৬] সংস্কৃতিকে মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত করে বিবেচনা করা সভ্যতার জন্য কল্যাণজনক নয়। বিবাহের মাধ্যমে নৈতিক জীবন যাপন করলে সভ্যতার মধ্যে জারজ সন্তান, এইডস প্রভৃতি সমস্যা ও সামাজিক অসঙ্গতি ও সম্ভোগকাতরতার নেতিবাচক বিহবলতা সৃষ্টি হবে না। বোম্বাই শহরে ৭০% স্কুলে যাওয়া ছাত্রী কলেজে প্রবেশের পূর্বেই তাদের কৌমার্য ও সতিত্ব হারিয়ে ফেলে। ২০০৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে এইডস রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৬ হাজার ৩০০ (দৈনিক নয়াদিগন্ত, ৪ আগস্ট, ২০০৮)। যুক্তরাষ্ট্রে বৈবাহিক-নৈতিক নিয়মে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে না। সেজন্য তারা জনসংখ্যার অভাবে সভ্যতাকে টিকাতে পারছেনা বলে প্রতি বছর বিশ্বের অন্যান্য এলাকা থেকে তাদের দেশে অভিবাসী নিচ্ছে। সভ্যতাকে অনাগতকাল টিকিয়ে রাখার জন্যে বৈবাহিক-নৈতিক জীবনের কোন বিকল্প নেই। মানুষ পশুর মতো প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চাইলে সভ্যতা ও সংস্কৃতি টিকবে না। সেজন্যই কুরআনের সূরা মারয়ামে বলা হয়েছে :

﴿ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴾

অতঃপর তাদের পরে এলো (অপদার্থ) পরবর্তীরা। তারা নামায নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে। কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা তওবা করেছেন, বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। তারাই তো জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের ওপর কোনোরূপ যুলম করা হবে না।[১৭]

---

[১৬] সৈয়দ আলী নকী, *নৃবিজ্ঞান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮০), পৃ. ২৭

[১৭] আল-কুরআন, ১৯ : ৫৯-৬০



ইতিহাসের সাক্ষ্য এমন যে, সভ্যতার ভিত্ যত মজবুত হোক না কেন, এর অনুসারী জনসংখ্যা যত বেশি হোক, তাতে যখন অনৈতিকতা প্রবেশ করে তার ধ্বংস অনিবার্য। এ ইঙ্গিত প্রদান করছে নিম্নোক্ত আল্লাহর বাণী:

﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الأَرْضِ ﴾

তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করলে দেখতো তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল। পৃথিবীতে তারা ছিল এদের অপেক্ষা শক্তি ও কীর্তিতে প্রবলতর। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন তাদের অপরাধের কারণে এবং আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদের রক্ষার কেউ ছিল না।[১৮]

কুরআনের উপর্যুক্ত বাক্যসমূহে আল্লাহ তাআলা মুসা আ., হারুন আ., ইসমাইল আ. এবং ইব্রাহীম আ.-প্রমুখ নবীদের কথা বলেছেন; যারা ছিলেন সত্যসন্ধানী এবং কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সতর্ককারী। উপর্যুক্ত আয়াতে কুপ্রবৃত্তিপ্রবণ অসংস্কৃত মানুষদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে এবং সাংস্কৃতিক শুদ্ধতায় বিশ্বাসী নৈতিক স্বভাবের মানুষ ও প্রভুগতপ্রাণ মানুষদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

**নৃবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক**

নৃবিজ্ঞান মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনশীলতা নিয়ে অগ্রসর হয়। আদিম সমাজের তথ্য সংগ্রহ করে তা নিয়ে নৃবিজ্ঞান গবেষণা করে; কিন্তু সমাজবিজ্ঞান আধুনিক শহুরে জীবন ও গ্রামীণসমাজ সম্পর্কে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে। সেজন্য নৃবিজ্ঞানের পরিধির সূক্ষ্মতা সমাজবিজ্ঞান থেকেও গভীরতর। নৃবিজ্ঞান জৈব-সামাজিক বিজ্ঞান এজন্য যে, জীববিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞানসমেত এই বিজ্ঞান সামাজিক বিজ্ঞানকে সংশ্লিষ্ট করে। সমাজবিজ্ঞানে জীববিজ্ঞান, জীবাশ্মবিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান পঠন-পাঠন না করলেও হয়। সমাজের উৎপত্তি, বিকাশ ও বিবর্তন সম্পর্কে জানার জন্যে সমাজবিজ্ঞানীকে নৃবিজ্ঞানের মুখোমুখি হতে হয়। প্রত্নতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞান নৃবিজ্ঞানের অবশ্যপাঠ্য বিষয়; কিন্তু সমাজবিজ্ঞানে এই দুটো বিষয়ের পঠনের বাধ্যবাধকতা নেই।

জীববিজ্ঞানের শাখাসমূহ হলো উদ্ভিদবিদ্যা (Botany) ও প্রাণীবিদ্যা (Zoology)। জীববিজ্ঞান জীবের উৎপত্তি, বিকাশ ও বিবর্তন নিয়ে গবেষণা করে। তবে প্রাণীর উৎপত্তি ও মানুষের বিবর্তন প্রক্রিয়ার হারানো সূত্র জানার জন্য জীববিজ্ঞানকে

---

[১৮] আল-কুরআন, ৪০ : ২১

নৃবিজ্ঞানের দ্বারস্থ হতে হয়। এ হিসেবে এ দুটো বিজ্ঞান পারস্পরিকভাবে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা মানুষের জীববিজ্ঞানিক উৎস সম্পর্কে সূরা 'আলাকে উল্লেখ করেছেন :

﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ – خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾

> পাঠ করুন আপনার পালকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে।[১৯]

নৃবিজ্ঞান সামাজিক সংগঠনের কেন্দ্রিকতায় ব্যক্তির আচরণকে পর্যবেক্ষণ করে; অন্যদিকে মনোবিজ্ঞান ব্যক্তির ব্যক্তিক মানসিক বিকাশ-বিবর্তনকে প্রত্যক্ষণ করে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মৌল বৈশিষ্ট্যের ধরন ও প্রকৃতি সামাজিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। সে সামাজিক পরিবেশের প্রভাব ব্যক্তির মনে কীভাবে কার্যকর হয় তা নিয়ে মনোবিজ্ঞান কাজ করে। নৃবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান পরস্পর সংশ্লিষ্ট একারণেই যে, নৃবিজ্ঞানে শরীরবিদ্যা ও জীববিদ্যা সম্পর্কে পঠন জরুরি; ব্যক্তির মানস-গঠনকে পর্যবেক্ষণের জন্যে শরীরবিদ্যা ও জীববিদ্যার দ্বারস্থ হবার প্রয়োজন পড়ে। কুরআন শরীফের সূরা ইউসুফে জুলেখা যে নবী ইউসুফ আ. এর প্রতি অনুরক্ত হন, তা তার যুগপৎ মনস্তাত্ত্বিক ও শারীরিক আকর্ষণের কারণেই। এই প্রসঙ্গে কুরআন ভাষ্য উদ্ধৃতিযোগ্য :

﴿ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾

> আর সে যে মহিলার ঘরে ছিল ঐ মহিলা তাকে ফুসলাতে লাগল এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল। সে মহিলা বলল : শুন! তোমাকে বলছি, এদিকে আস! সে বলল: আল্লাহ রক্ষা করুন, তোমার স্বামী আমার অভিভাবক। তিনি আমাকে সযত্নে থাকতে দিয়েছেন। নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারীগণ সফল হয় না।[২০]

ইউসুফ আ. এর আচরণ ও তার সাংস্কৃতিক শুদ্ধতার চেতনা এবং কুপ্রবৃত্তির সাথে পরনারী জুলেখার সঙ্গে সংযুক্ত না হবার কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি এখানে উচ্চারিত হয়েছে। এখানে সাংস্কৃতিক-নৈতিকতার অভিব্যক্তি ঘটেছে।

**নৃবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান, জাতিতত্ত্ব, ফোকলোর এবং প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বের পারস্পরিকতা**

ভাষাতত্ত্বের মধ্যে ভাষার ধ্বনি, বর্ণ, শব্দ, শব্দতত্ত্ব (Morphology) বাক্যতত্ত্ব (Syntax) এবং বাগর্থতত্ত্ব (Semantics) নিয়ে আলোচনা করা হয়। ভাষাতাত্ত্বিক

১৯. আল-কুরআন, ৯৬ : ১-২
২০. আল-কুরআন, ১২ : ২৩



স্যার উইলিয়াম জোনস (১৭৪৬-১৭৯৪) ১৭৮৬ সালে ঘোষণা করেন যে, লাতিন, গ্রিক, জার্মান, কেলটিক ও সংস্কৃত ভাষাসমূহের মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য রয়েছে। তার এই বক্তব্য তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের (Comparative Linguistics) ভিত্তিকে উদঘাটন করে। নৃবিজ্ঞান যেহেতু মানব সম্পর্কিত বিজ্ঞান, সেজন্য মানুষের ভাষার শারীরিক, ব্যাকরণিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও বাগর্থতাত্ত্বিক বিন্যাস নিয়েও নৃবিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ করে থাকে। ভাষাবিজ্ঞান সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

> Cultural anthropology, then, set out to analyze the totality of human culture in time & space

> মানবসংস্কৃতির সামগ্রিকতাকে বিচার করতে হলে ভাষার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের সূক্ষ্মতাকে আবিষ্কার করতে হবে নি:সন্দেহে।[২১]

জাতিবিদ্যার (Ethnology) মধ্যে আদিম সমাজের প্রথা ও সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা করা হয়। এ প্রসঙ্গে নৃবিজ্ঞানী ক্রোবার বলেন:

> Ethnology is the science of peoples and their cultures and life histories of a group.

> অর্থাৎ জাতিবিদ্যা জনগণের বিদ্যা ও সস্কৃতি যা দলের সম্পক্ততায় বেড়ে ওঠে।[২২]

মানবগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক জীবনধারা এবং তাদের সংস্কৃতি নিয়ে জাতিবিদ্যা আলোচনা করে। মানুষ ও প্রাণীকে যে আল্লাহ তাআলা জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন, এটি একটি জীববৈজ্ঞানিক বিষয় এবং এভাবে তিনি মানবগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক জীবনধারাকে সম্প্রসারিত করে থাকেন। কুরআনের সূরা আশ-শূরা থেকে উদ্ধৃতি লক্ষ্যযোগ্য :

﴿فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ﴾

> তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা। তিনি তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের জন্যে যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন।[২৩]

২১. *The new Encylopaedia of Britannica*, P. 971, https://global.britannica.com/science/cultural-anthropology, Accessed on 19th December 2016
২২. নকী, *নৃবিজ্ঞান*, পৃ. ৫
২৩. আল-কুরআন, ৪২ : ১১

সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে মানুষের সামষ্টিক সংবেদনশীলতা ও সচেতনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটিও মানবতা ও মনুষ্যজ্ঞানের তাৎপর্যপূর্ণ অনুষঙ্গ।

> Thus, for the culture anthropologists humanity is the product of its own total past history and activity and each individual is both the product & the support of a collective consciousness that defines a particular movement in the history of the human spirit.
>
> অর্থাৎ নৃবৈজ্ঞানিক মানবতা সমগ্র ইতিহাসের কর্তৃত্বকে ধারণ করে; যা সমন্বয়ধর্মী সচেতনতার মানব-প্রণোদনাকে সম্ভাবিত করে।[২৪]

বর্ণবাদী নৃবিজ্ঞানীরা মানব প্রজাতির উপবিভাগ রেস (Race) কে উচ্চ ও নিচ রেস হিসেবে দেখিয়েছেন। শ্বেতকায় আর্যজাতিকে উচ্চরেস এবং কালো ও পীত বর্ণের নিগ্রো, মঙ্গোলয়েড ও অস্ট্রলয়েডকে নিচু রেস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। উত্তর ইউরোপীয়দেরকে উচ্চ রেস এবং এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকাবাসীদেরকে নিম্নরেস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একই স্রষ্টার সৃষ্টি মানুষকে উচ্চ ও নিচ রেস হিসেবে চিহ্নিত করার ব্যাপারটি অবশ্যই আপত্তিকর। জনসমষ্টির রেস পার্থক্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে গবিনো ধর্মীয় প্রভাবের কথা স্বীকার না করে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। ইসলামী সংস্কৃতির শুদ্ধতাবোধকতার চেতনা রেস-চেতনাকে একটি অন্বিষ্ট উচ্চতায় অবশ্যই উপনীত করে। কারণ-

> One can better appreciate current trends by reconsidering the emergence of specialized scholarships on primitive religions.
>
> প্রাথমিক যুগের ধর্মগুলোর উপর বিশেষ আলো ফেলে বর্তমান প্রবণতাকে বিচার করতে হবে।[২৫]

আধুনিক মানুষের মধ্যেও সনাতন ধ্যান ধারনা, গল্প-কাহিনী, কল্পকথা, লোকশ্রুতি, প্রথা ও জৈবনিক বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মকাণ্ডের অতীত প্রবণতার রোমন্থিত স্মৃতিকাতরতা মানব স্বভাবের অস্তিত্বের অন্তরালে অন্ত:শীলভাবে চেতনাশীল থাকে। এটিই হলো লোকসংস্কৃতি (Folklore)। আধুনিক সমাজের মধ্যে বংশপরম্পরায় বেঁচে থাকা অতীতের অলিখিত উত্তরাধিকার ও লোকবিশ্বাসকে ফোকলোর পর্যবেক্ষণ করে।

---

২৪. *The new Encyclopaedia of Britannica*, H, P. 981

২৫. Mircea Eliade (Editor in Chief), *The Encylopaedia of Religion* (Newyork: Macmillan Publishing Company, 1987), Vol-1, P. 309



নৃবিজ্ঞান যেহেতু আদিম সমাজের কথা বিবেচনা করে থাকে, সেজন্য নৃবিজ্ঞান ও ফোকলোরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

আদিম মানুষের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে প্রত্নতত্ত্ব (Archeology) গবেষণা করে থাকে। পৃথিবীর আদিম অধিবাসীদের জীবনযাপনের বিভিন্ন উপাদানের পরিচয় পাওয়া যায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের মাধ্যমে। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায়ও খ্রিষ্টপূর্ব যুগের এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের জীবনবৃত্তান্ত ও সে সময়কার বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের কথা নানাভাবে উল্লেখিত রয়েছে। যেমন- এক জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ - وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ -
وَأَصْحَابُ الأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ﴾

> তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়, কুপবাসীরা এবং সামুদ সম্প্রদায় মিথ্যাচার করেছে (নবীদেরকে)। আদ, ফেরাউন ও লূতের সম্প্রদায়। বনবাসীরা এবং তোব্বা সম্প্রদায়। প্রত্যেকেই রসূলগণকে মিথ্যা বলেছে। অত:পর আমার শাস্তির যোগ্য হয়েছে।[২৬]

এই আয়াতগুলোতে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের জীবনবৃত্তান্ত এবং সাংস্কৃতিক শুদ্ধতায় তাদের অবিশ্বাস ও অশোভনতার কথা বিবৃত হয়েছে।

**নৃবিজ্ঞান, উপনিবেশবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ**

নৃবিজ্ঞান মানুষের দৈহিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও বিকাশ প্রক্রিয়া নিয়ে অর্ন্তদৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করে থাকে। পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসে আমরা দেখেছি, ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান ইত্যাদি বিভিন্ন দেশ অন্য দেশসমূহে উপনিবেশ স্থাপন করে, সে দেশ থেকে মূলত অর্থনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার করেছে। এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ একজন প্রাচ্যতত্ত্ববিশারদ। তিনি তার (Orientnlism) গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার মানুষদেরকে হীনভাবে চিত্রায়িত করেছে। অথচ মানবের সাংস্কৃতিক ও মনুষ্যত্বগত মর্যাদায় মানুষ তো সমমর্যাদার অধিকারী। প্রজ্ঞা ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে অনুন্নত অর্থনীতির মানুষও উন্নত অর্থনীতি ও রুচি-সংস্কৃতিবোধে উন্নীত হতে পারে। বর্তমান বিশ্বের আন্তর্জাতিকতাবাদ হলো এককেন্দ্রিক মার্কিনি শাসন প্রভাবিত আন্তর্জাতিকতাবাদ। নৃবিজ্ঞান পৃথিবীর প্রতিটি দেশের মানুষের মানবিক, সাংস্কৃতিক ও শৈক্ষিক উৎকর্ষ-বিধানে কার্যকর একটি বিদ্যা। সেজন্য আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় রাজনৈতিক, বর্ণগত ও ভাষিক পার্থক্য দেখিয়ে গরিব দেশকে বিশ্বায়নের (globalization) নামে শোষণ

---

২৬. আল-কুরআন, ৫০ : ১২-১৪

করার দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে অবস্থান হলো নৃবিজ্ঞানের। এজন্য নৃবিজ্ঞানের জাতিতাত্ত্বিক, সংস্কৃতিতাত্ত্বিক জ্ঞানের নৈতিক সূক্ষ্মতা বিশ্বকে সাম্রাজ্যবাদের অন্যায় ও নেতিবাচক খপ্পর থেকে বাঁচানোর ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে সেজন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশ থেকে সৎ ও দূরদর্শী নৈতিক সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যক্তিত্বের নেতৃত্ব অতীব জরুরি বলে আমি মনে করি।

**নৃবিজ্ঞানে আদর্শিক অভিজ্ঞান অনুসন্ধানের কারণ**

পরিবার হলো একটি সমাজের আদি-প্রতিষ্ঠান। পরিবারের মাধ্যমে পৃথিবীতে মানুষের বংশরক্ষা হয়ে আসছে। আদিম সমাজে একপত্নী বিবাহ (Monogamy), বহুপত্নী বিবাহ (Polygamy) এবং বহুপতি বিবাহ (Polyandry) প্রথা দেখতে পাওয়া যায়। একজন স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকার বিবাহ ব্যবস্থাটির মধ্যে সন্তানের পিতা নির্ধারণ নিয়ে সমস্যা দেখা দেয় বলে নৈতিকভাবে এই বিবাহপ্রথা গ্রহণযোগ্যতা রাখে না। পারিবারিক পরিবেশের শৃঙ্খলা ও সুন্দরতা থাকলে রাষ্ট্রীয় পরিবেশে এবং সামাজিক সংগঠনেও নৈতিকতা-সুন্দরতা ও শান্তি সম্প্রীতি নিশ্চিত হতে বাধ্য। পাশ্চাত্যে পরিবার প্রথা ভেঙ্গে যাবার ফলে সে সমাজে হত্যা, ব্যভিচার, বিশৃঙ্খলা, এইডস, জারজ সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন পারিবারিক সামাজিক সমস্যা চরম সঙ্কট আকার ধারণ করেছে। ইসলাম ধর্ম যে পরিবার কেন্দ্রিকতা ও বিবাহ এবং নৈতিকতার বিধান দিয়ে সমাজ সংগঠনকে মজবুত ভিত্তি দিয়েছে পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানীরা এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে শুরু করেছেন। মানবের দৈহিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় নৈতিক-সাংস্কৃতিক সুদূরপ্রসারী বুদ্ধিবৃত্তিকতার চর্চাকে নিশ্চিত করতে পারলে বিশ্বসমাজ একটি সংস্থিত সংহতি লাভ করবে বলে প্রাজ্ঞজনরা স্বীকার করবেন।

**নৃবিজ্ঞান ও ধর্ম**

ধর্ম সম্পর্কে ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খেইমের সংজ্ঞাটি প্রণিধানযোগ্য :

> A religion is a unified system of beliefs & practices relative to sacred things ..... beliefs & practices which unite into a single moral community .... all those who adhere to them.
>
> অর্থাৎ "ধর্ম হলো বিশ্বাস ও চর্চার সমন্বিত পবিত্র বস্তু; যা নির্দিষ্ট নৈতিক সম্প্রদায়কে উদ্বোধিত করে।"[২৭]

২৭. Emile Durkheim's, *The Elementary Forms of Religious Life*, Translated by Karen E. Fields (New York: The Free Press - Simon & Schuster-, 1995), p. 129.



ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানের জনক ই.বি টাইলর (১৮৩২-১৯৭১) ধর্মের উৎপত্তিকে স্বপ্নের অভিজ্ঞতা ও মৃত্যু চেতনার সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন। কারণ স্বপ্নের অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে মানুষ আত্মা বা প্রেতাত্মার ধারণায় উপনীত হয় বলে তিনি মনে করেন। সর্বপ্রাণবাদ (Animism) থেকে বিবর্তনের ক্রমধারায় প্রকৃতি-পূজা ও একেশ্বরবাদ বিকাশ লাভ করেছে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। শুধু স্বপ্ন নয়; গভীরতম সজ্ঞার বা অনুধ্যানের (Intuition) মাধ্যমে আত্মারূপ স্বর্গীয় ধারণায় মানুষ পৌঁছাতে পারে বলে প্রাজ্ঞজনরা মত প্রকাশ করে থাকেন। প্রকৃতির বস্তু ও প্রাণী পূজা করতে করতে মানুষের মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে, সব বস্তু ও প্রাণীর স্রষ্টা একজনই আর তখনই মানুষ একেশ্বরবাদের দিকে ধাবিত হয়।

সমাজতাত্ত্বিক কাল মার্কস বলেছেন, ধর্ম মানুষকে মানবিক সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। আসলে ধর্ম গরিব লোকের আফিম (It is the opium of the poor) নয়; বরং উদারদৃষ্টির ধর্মপ্রাণতার স্বভাব মানুষকে প্রকৃত মানবিক সত্তার সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত করে বলে আমি মনে করি। মার্কস শ্রেণীসংগ্রামের জনক বলে তিনি ধর্মকে অলীক কল্পনা বা ভাবাদর্শ হিসেবে অভিহিত করেছেন। কারণ তিনি মনে করেন, এই ধর্মচেতনা মালিক শ্রেণীর স্বার্থসংরক্ষণ করে বা সমাজে বিরাজমান অসমতাকে টিকিয়ে রাখে। ইসলাম ধর্মে তো শ্রমিকের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বে মজুরের মজুরি দিয়ে দেয়ার উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র একটি বস্তুর মূল্যকেও অন্যায়ভাবে গ্রাস না করার কঠোর নির্দেশ কুরআন ও হাদিসে রয়েছে। সেজন্য মালিক শ্রেণী শোষক ও অসমতা সৃষ্টিকারী হবে- এটি ইসলাম ধর্মের বিধানের বিরোধী।

ধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদে (Revivalism) ধর্মের প্রতি ব্যাপক আবেগাশ্রিত আনুগত্য প্রকাশ করা হয়। এটি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের (Secularism) বিপরীত প্রক্রিয়া। বৌদ্ধ ও কনফুসিয়ান ধর্মে যে ঈশ্বরের ধারণা নেই, এটি এই দুটো ধর্মের দুর্বলতা। অপার্থিব জগৎ থেকে পার্থিব জগতে ধাবিত হওয়ার আন্দোলনকেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলা হচ্ছে। মানবমনের মধ্যে এক স্রষ্টার ধ্যানকে সংরক্ষিত রেখেই পৃথিবীর কার্যক্রমকে সৎ ও ন্যায়ভাবে পরিচালিত করা যায়; সেজন্য ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োজন পড়ে না। ১৯২০ সালের পর থেকে খ্রিষ্টীয় প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের ক্ষেত্রে মৌলবাদ শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়ে আসছিলো। এখন ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে মৌলবাদ শব্দটিকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইসলামের নেতিবাচকতাকে দেখানোর জন্য প্রয়োগ করা হচ্ছে। কলেমা, নামায, রোযা, হজ্জ এবং যাকাত হলো ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ। এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ স. আল্লাহর রাসূল-এই কলেমাটি হলো ইসলামের মূল চাবিকাঠি। এক আল্লাহকে উপাস্য হিসেবে

মানার উপরে এবং তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নবী স.-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কাজ করার মধ্যেই ইসলামের মর্মদর্শন নিহিত। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়া ফজর নামায পর ইশরাক, দোহা, মাগরিবের পর আওয়াবিন এবং এশার পর মধ্যরাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়াও ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ নফল এবাদতের মধ্যে পরিগণিত। সকাল সন্ধ্যা অর্থাৎ আসলে সর্বসময়ই তাসবিহ পাঠের কথা কুরআনে বলা হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُون "আমি মানুষ ও জ্বীনকে আমার ইবাদত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করি নাই"।[২৮] সেজন্য ইসলামে সার্বক্ষণিক ইবাদত কার্যকর। সামর্থ্যবান ধনীরা হজ্জ করবেন। যাকাতের নিসাব পরিমাণ মালের অধিকারীরা যাকাত দেবেন। মানবতাকে সেবা করার জন্য এটি ইসলামের ফরজ বিধান। মানুষতো দুরের কথা কোন একটি পশুকেও অন্যায়ভাবে হত্যা করা ইসলাম সমর্থন করে না। মানুষ ও প্রাণীর সেবা করাও ইসলামে ইবাদত। সেজন্য, ইসলামকে বলা হয় মানবতাবাদী ধর্ম। সেজন্য এই পঞ্চস্তম্ভকে মানা মানে ইসলামের মৌল ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করা। সে কারণে, ইসলামের অনুসারীরা কল্যাণকামী মানবসাধক ও এক আল্লাহর ইবাদতকারী। তাদেরকে মৌলবাদী বলা তাত্ত্বিকভাবে একটি ভুল সিদ্ধান্ত। মানবীয় ও ধর্মীয় সংস্কৃতিরও এটি বিরোধী বলে আমি মনে করি।

নিয়তিবাদ মানুষকে শোষণ, অত্যাচার ও অনুন্নত অবস্থায় নিপতিত করে বলে কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী ধর্মের নিয়তিবাদকে কর্মবিমুখতার নামান্তর বলেছেন। কোনো কোনো ধর্ম মানুষের মধ্যে হয়ত নিয়তিবাদ সৃষ্টি করতে পারে; কিন্তু ইসলাম ধর্ম তো কর্মপ্রাণতার ধর্ম। ইসলাম ধর্মের মধ্যে বিশ্বাস ও সৎকর্মকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সেজন্য ম্যাক্স ওয়েবার (ওয়েবার) লিখেছেন, কোন কোন ধর্ম পারলৌকিক মুক্তির উপর অতিরিক্ত জোর দিয়ে জাগতিক জীবনে যুক্তিবদ্ধতায় বাধাপ্রদান করে, তা ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ, দুনিয়া ও পরকাল উভয়ের জন্য কল্যাণ-প্রার্থনা করতেই কুরআন শরীফে মুসলমানদেরকে শেখানো হয়েছে।

কার্ল মার্কস যে লিখেছেন, Religion is the sigh of one oppressed creature[29], তা ইসলাম ধর্মের জন্য সত্য নয়; কারণ, মানুষকে কষ্ট দেয়া দূরের কথা; কোনো মানবেতর প্রাণীকেও অযথা অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়া ইসলাম সমর্থন করে না।

---

২৮. আল-কুরআন, ৫১ : ৫৬

২৯. Karl Marx, "Introduction to A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right", *Deutsch-Französische Jahrbucher*, February, 1844, p.1



জ্ঞান, যুক্তি ও বুদ্ধির সম্প্রসারণশীলতার মাধ্যমে মানবজীবন যাত্রার ক্রমাগত উৎকর্ষ ও সমাজে নিরন্তর অগ্রগতি সাধনের ধারণাই প্রগতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সংজ্ঞা বা অনুধ্যান (Intuition) এবং যুক্তি মননকে সাথি করে মানবিক কল্যাণকামিতার ধারণাকে প্রগতিবাদ হিসেবে ইসলাম ধর্মে খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়। আধুনিকায়ন তত্ত্বের (Modernisation Theory) মূল কথা হলো আধুনিক সমাজ সৃষ্টির প্রক্রিয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করা। ফরাসি বিপ্লব ও শিল্পবিপ্লবের পর ইউরোপে আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্প্রসারিত হয়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এবং অনেকের মতে সত্তরের দশকে পশ্চিমাবিশ্ব উত্তর-আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছে। উত্তর আধুনিক তত্ত্ব অনুযায়ী মার্কসবাদ বা ক্রিয়াবাদের মতো ম্যাক্রো বা সামষ্টিক পর্যায়ের তত্ত্ব বা বিশাল বিবরণ, শুধু ভ্রান্ত নয়; বরং তা অর্থহীন বলেও অনেক সমাজবিজ্ঞানী মন্তব্য করেন। ইসলাম ধর্মে ব্যক্তি (Micro) ও সমষ্টি (Macro) উভয়ের উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ব্যক্তি পর্যায়ের প্রচেষ্টা সামষ্টিক পর্যায়ে কল্যাণ ও মানবতাকে নিশ্চিত করবে। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার (১৯৬৪-১৯২০) বলেছেন, ঈশ্বরের অবস্থান সীমিত মনের ধারণা ও প্রাপ্তির অনেক উর্ধ্বে। মানুষের কর্তব্যকে ওয়েবার ঈশ্বরের মহত্ত্বকে সুপ্রকাশ করার জন্যে পরিশ্রম এবং পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজত্ব স্থাপনে সহায়তা করার উপরকণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

খ্রিস্টান ক্যাথলিক ধর্মপ্রবক্তাগণ চিরকুমার থাকেন বলে প্রাবৃত্তিক পাপে তারা জড়িত হয়ে পড়তে পারেন এবং এই চিরকুমার থাকার বিষয়টি মানবস্বভাবের স্বভাবিকতার বিরোধী। লাপাউজ বলেন : "ইসলাম ধর্ম অবশ্য এ ব্যাপারে ক্যাথলিকদের চাইতে বেশি উদারনীতি পোষণ করে।"[৩০]

ডুর্খেইমের মতে, ধর্ম হলো পবিত্র জগৎ সম্পর্কিত বিশ্বাস এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আচারিক প্রথা।

> "Unified systems of beliefs, and practices relative to sacred things that is to say, things set apart & forbidden."[31]

নৃবিজ্ঞানী টেলারের মতে, ধর্মের গোড়ার কথা হলো আত্মার উপর বিশ্বাস। দার্শনিক এরিস্টটল, প্ল্যাটো, সক্রেটিস প্রমুখ দার্শনিকরা আত্মার অমরতায় বিশ্বাস করতেন। অমর মানবাত্মাকে পাপমুক্ত রেখে আল্লাহর প্রেমে নিবদ্ধ থেকে এবং রাসূল স. কে ভালোবেসে ও অনুসরণ করে সুফিসাধকরা পৃথিবীতে চিত্তশুদ্ধতার এক মহান বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন।

---

৩০. নকী, *নৃবিজ্ঞান*, পৃ. ৭৪

৩১. Durkheim's, *The Elementary Forms of Religious Life*, p. 129.

মানব সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মানুষ মানুষের প্রতি মমত্বপ্রবণ হয়ে ক্ষুধার্তকে অন্ন দেবে, রুগ্ন ব্যক্তিকে সেবা করবে এবং বন্দি ব্যক্তিকে মুক্ত করে দেবে। এই বিষয়ে মুহাম্মদ স.-এর একটি হাদিস উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন:

فُكُّوا الْعَانِيَ، وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ.

বন্দিকে মুক্ত কর, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান কর এবং রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখাশুনা কর।[৩২]

মানুষ যেহেতু সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি; সেজন্য কষ্টের সময়ে তার নিজের মৃত্যু কামনা না করে বরং তার উচিত তার কল্যাণকর সৎ দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্কৃতিচেতনার মাধ্যমে নিজেকে উৎকৃষ্ট মানবে রূপান্তরিত করা। এ বিষয়ে মহানবী স.-এর বাণী উল্লেযোগ্য:

لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب

তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কারণ, সে নেককার হলে হয়তো অধিক নেকী অর্জন করবে এবং বদকার হলে সম্ভবত তওবা করে আল্লাহর সন্তোষ লাভে সমর্থ হবে।[৩৩]

বিশ্বসংস্কৃতির মহান নির্মাতা মুহাম্মদ স. যে কোন ধর্মের মানুষকেই উচ্চমূল্য দিতেন। এমনকি মৃত ইহুদিকেও তিনি মানুষ হিসেবে উচ্চ সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এই প্রসঙ্গে একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য:

তাবিয়ী আব্দুর রহমান ইবনু আবী লায়লা রা. বলেন,

كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما إنهما من أهل الأرض أي من أهل الذمة، فقالا إن النبي صلى الله عليه و سلم مرت به جنازة فقام، فقيل له إنها جنازة يهودي، فقال: ألست نفسا.

সাহাবী ছাহল বিন হুনাইফ ও ছাহাবী কাইছ বিন ছাদ (কুফার) কাদেয়িা নামক স্থানে বসেছিলেন, এমতাবস্থায় তাদের নিকট দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তখন তারা উভয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তখন তাদেরকে বলা হল! এ তো স্থানীয় এক অমুসলিম যিম্মির লাশ। তাঁরা বললেন, একবার রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট দিয়ে এক

৩২. আবূ আব্দুল্লাহ ইসমাঈল আল-বুখারী, *আল-জামি‘ আস্‌সাহীহ* (বৈরূত: দারু ইবন কাসীর, ১৪০৭হি.), কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাবু ফাকাকিল আসীর, খ. ৩, পৃ. ১১০৯, হাদীস নং: ২৮৮১

৩৩. আল-বুখারী, *আল-জামি‘ আস্‌সাহীহ*, কিতাবুত তামান্নিয়া, বাবু মা ইকরাহুহু মিনান তামান্নী, খ. ৬, পৃ. ২৬৪৪, হাদীস নং: ৬৮০৮



লাশ অতিক্রম করল এবং তিনি (তার জন্য) দাঁড়ালেন। তখন তাকে বলা হল: এ তো একজন ইহুদির লাশ। উত্তরে রাসূলুল্লাহ স. বললেন, তা কি কোন প্রাণী (মানুষ) নয়?"[৩৪]

বিবাহ করার পূর্বে পাত্রীকে দেখে নেয়ার উপর ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। এতে দাম্পত্য জীবন সুখকর হয়। এ প্রসঙ্গে আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جاء رجل إلى النبى – صلى الله عليه وسلم– فقال إنى تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبى – صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها فإن فى عيون الأنصار شيئا.

এক ব্যক্তি নবী করীম স.-এর নিকট এসে বললেন, আমি জনৈকা আনছারী মহিলাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করেছি। রাসূলুল্লাহ স. বললেন, তাকে প্রথমে দেখে নাও। কেননা, আনছারদের (কোন কোন লোকের) চোখে একটু দোষ থাকে।[৩৫]

বিবাহের পূর্বে নারীদের কাছ থেকেও মতামত নেয়া ইসলামের বৈবাহিক সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال أن تسكت

বালেগা অকুমারী নারীকে তার স্পষ্ট অনুমতি ছাড়া বিবাহ দেয়া যাবে না। একইভাবে বালেগা কুমারীকেও বিবাহ দেয়া যাবে না যতক্ষণ না তার অনুমতি গ্রহণ করা হয়। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার অনুমতি কিভাবে সাব্যস্ত হবে? তিনি বলিলেন, চুপ থাকাই তার অনুমতি।[৩৬]

সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে অন্যায়ভাবে অন্য কারো সামান্যতম জমিও আত্মসাৎ করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين

৩৪. আল-বুখারী, *আল-জামি‘ আস্‌সাহীহ*, কিতাবুল জানাঈয, বাবু মান কামা লি জানাযাতি ইয়াহুদী, খ. ১, পৃ. ৪৪১, হাদীস নং: ১২৫০

৩৫. মুসলিম, *আল-মুসনাদ আস্‌সাহীহ* (বৈরূত: দারুল জাইল, তারিখবিহীন), কিতাবুন নিকাহ, বাবু নুদুবুন নাজর ইলা ওয়াজহিল মারাত ওয়া কাফ্‌ফাইহা লিমান ইরিদু তাজাওইঝুহা, খ. ৪, পৃ. ১৪২, হাদীস নং: ৩৫৫১

৩৬. আল-বুখারী, *আল-জামি‘ আস্‌সাহীহ*, কিতাবুন নিকাহ, বাবু লা ইনকাহুল আবু ওয়া গাইরুহু আল-বাকির ওয়াছ ছাইয়িব ইল্লা বিরিদাহা, খ. ৫, পৃ. ১৯৭৪, হাদীস নং: ৪৮৪৩; মুসলিম, *আল-মুসনাদ আস্‌সাহীহ*, কিতাবুন নিকাহ, বাবু ইস্তিজানুছ ছাইয়িব ফীন নিকাহ বনি নুতক, খ. ৪, পৃ. ১৪০, হাদীস নং: ৩৫৩৮

যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো জমির সামান্যতম অংশও আত্মসাৎ করেছে, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনের নীচে তাকে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে।[৩৭]

নারীর মনের মূল্যকে ও তার মতামতকে গুরুত্ব দেয়ার উপর নিম্নোক্ত হাদীস বিবৃত হয়েছে:

المراة كالضلع ان اقمتها كسرتها وان استمعت بها اسمتعت بها وفيها عوخ–

নারীরা হচ্ছে পাঁজরের হাড়ের ন্যায়। যদি তোমরা তাকে একেবারে সোজা করতে চাও তাহলে ভেঙ্গে যাবে। সুতরাং যদি তোমরা তাদের থেকে লাভবান হতে চাও তাহলে ঐ বাঁকা অবস্থাতেই লাভবান হতে হবে।[৩৮]

এখানে বিশ্বনবী স.-এর মানবমনস্তত্ত্ব সম্পর্কে গভীরতম জ্ঞান স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। মানুষের গায়ের রং, কালো, বাদামি ও ফর্সা যে কোন রং হতে পারে। মানুষের এ রং বৈচিত্র্যের বিষয়টি জেনেটিক বা জিনতাত্ত্বিক জ্ঞানতাত্ত্বিকতার উপর নির্ভর করে। এ বিষয়টি মুহাম্মদ স.-এর নিম্নোক্ত হাদীসের মধ্যে স্পষ্টতায় আভাসিত হয়েছে। সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى ترى ذلك جاءها قال يا رسول الله عرق نزعها قال ولعل هذا عرق نزعه

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ স. আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তানের জন্ম দিয়েছে। আমি উক্ত সন্তানটি আমার হওয়া অস্বীকার করছি। রাসূল স. জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি কিছু উট আছে? সে উত্তরে বলল, হ্যাঁ আছে। তিনি বললেন, সেগুলোর রং কেমন? সে বলল: লাল। তিনি প্রশ্ন করলেন, সেগুলোর মধ্যে কোনটি কি ছাই বর্ণের আছে? সে বলল: আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তবে সেটিতে এমন বর্ণ কোথা থেকে এল? লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সম্ভবত তার পূর্ববর্তী বংশের রক্তধারা থেকে প্রভাবিত হয়েছে। তিনি বললেন, তাহলে হতে পারে তোমার এ সন্তানও পূর্বের রক্তধারার প্রভাব পেয়েছে।[৩৯]

---

৩৭. আল-বুখারী, *আল-জামি‘ আস্সাহীহ*, কিতাবু বুদ্উল খালক, বাবু মা জাআ ফী সাবয়ি আরদিন, খ. ৩, পৃ. ১১৬৮, হাদীস নং: ৩০২৪

৩৮. আল-বুখারী, *আল-জামি‘ আস্সাহীহ*, কিতাবুন নিকাহ, বাবুল মুদারাতু মাআন নিসা ওয়া কাওলুন নবী, খ. ৫, পৃ. ১৯৮৭, হাদীস নং: ৪৮৮৯

৩৯. আল-বুখারী, *আল-জামি‘ আস্সাহীহ*, কিতাবুত তালাক, বাবু ইজা উরিদা বিনাফিয়িল অলাদ, খ. ৫, পৃ. ২০৩২, হাদীস নং: ৪৯৯৯



এভাবে নৃবিজ্ঞানের মানবরক্তধারার প্রবহমানতার প্রমাণ হাদীস শরীফ থেকে মিলছে।

## উপসংহার

মানব প্রজাতি প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে যাপিত জীবনকে বহমান রেখে পৃথিবী বিলয় হওয়া পর্যন্ত তাদের জীবনচর্যাকে প্রবহমান রাখবে। মানবদেহ ও মানব-মস্তিষ্কের স্বরূপ ও সম্ভাবনা মানুষের নৃতাত্ত্বিক সাংস্কৃতিক উৎকর্ষগুণকেই ক্রমশ অভিব্যক্ত করে চলেছে। বিশ্বসংসারের প্রবাহকে যে আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষই নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে, সেটি একটি প্রধান প্রতিপাদ্য মানুষের জীবন-বৈশিষ্ট্যের। আল্লাহ তো মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে এ জগতে পাঠিয়েছেন, যাতে স্রষ্টার প্রতি মানুষের ভালোবাসা এবং জগতের সমস্ত সৃষ্টিজীবের কল্যাণ কামনায় মানুষ তার জীবনকে পরিব্যাপ্ত করে। এ প্রসঙ্গে কুরআনের ভাষ্য স্মরণযোগ্য :

﴿ وَإِذْ قَلَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾

অর্থাৎ আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে, যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা নিয়ত তোমার গুণকীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি।[৪০]

মানুষ সম্প্রীতিতে বাস করে পৃথিবীতে ও পরকালে উভয় জায়গায় যাতে শান্তি নিশ্চিত করতে পারে, সেই পরীক্ষাক্ষেত্র হিসেবেই প্রতিনিধি স্বরূপ মানুষকে আল্লাহ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। যার মাধ্যমে আল্লাহ দেখতে চান, মানুষ সমাজ, সংস্কৃতি, মনোবিজ্ঞান, জাতিতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্বসহ জ্ঞানের সামগ্রিকতাকে স্পর্শ করে তার জ্ঞানকে সত্যনিষ্ঠ ও দূরদর্শীভাবে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের দায়িত্বপালনকে কতটুকু ইতিবাচকতায় সে উপনীত করতে পারে। কুরআনের নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা মানবসংস্কৃতি ও সভ্যতাকে একটি নৈতিক জ্ঞানতাত্ত্বিকতায় উন্নীত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

---

৪০. আল-কুরআন, ০২ : ৩০